A-4372

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প

যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক
প্রকৌশলী মোঃ আবুল বাশার

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায়, ২০০৯ সালের ২৫শে মে ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় আইলা আঘাত হানে। উপকূলীয় ১৩টি জেলায় আঘাত হানে, তন্মধ্যে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এবং খুলনা জেলা আইলায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইলায় ৯০০০ কিঃ মিটারের বেশী রাস্তা, ২টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ৫৭টি গ্রামীণ হাট-বাজার, ০৭টি ঘাঁট, ৫০৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১৭৪২ কিঃমিঃ বেড়ী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ দ্রুত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ০৮/০৩/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১৪০২৪.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ১৫১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় এবং সমাপ্তির মেয়াদকাল জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ১৮/১১/২০১৩ তারিখে অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন"** শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আইএমইডি কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ব্যক্তি পরামর্শকের কার্যপরিধি ছিল ডিপিপি-তে বর্ণিত প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পটভূমি ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ও পূন:মূল্যায়ন, প্রকল্পটির হালনাগাদ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয়কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না তা পর্যালোচনা, নির্মাণ কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান যাচাই এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক বাস্তবায়ন সমস্যা নিরুপণ ও সুপারিশ প্রদান করা।

প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরামর্শক কর্তৃক নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ঃ

প্রকল্পটি খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, ঝালকাটি, চট্টগ্রাম, লক্ষীপুর এবং নোয়াখালী জেলার মোট ৬০ উপজেলায় বিস্তৃত। প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে যে সকল জেলায় সর্বাধিক স্কিমের সংস্থান আছে এরুপ ৯টি জেলার ২৪টি উপজেলায় নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সর্বাধিক স্কিম সংবলিত ৫টি জেলার ক্রয় কার্যক্রম হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৩৩টি প্যাকেজ নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সংক্রান্ত অবস্থা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ৫টি জেলার ১০টি উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নিবিড় পরিবীক্ষণ পর্যবেক্ষণ ঃ

- খুলনা জেলার ডমুরিয়া উপজেলায় ১টি এইচবিবি সড়ক ও ১টি বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের ডব্লিউবিএম এর কাজ, কয়রা উপজেলায় ১টি বিটুমিনাস সড়কের ডব্লিউমিএম শেষে কার্পেটিং/সীলকোটের কাজের জন্য নির্মাণ সামগ্রী সাইটে দেখা যায়। পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় ১টি সড়কের ISG/Sub-Base layer এর কাজ, পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ৮১ মিটার দৈর্ঘ্যের ১টি আরসিসি সেতু নির্মাণ কাজ, ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলায় ১টি সড়কের ও রাজাপুর উপজেলায় ১টি সড়কে ডব্লিউবিএম এর কাজ, ঝালকাঠি সদরে ২টি সেতুর কাজ প্রায় শেষ অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য জেলা/উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্রায় সকল কাজই ১০০% সম্পন্ন হতে দেখা যায়।
- ৪৮৮.০৭ কিঃমিঃ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক পুনর্বাসন ও মেরামত এবং ১৩২৮.৯৮ মিটার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সেতু/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান থাকলেও পরিদর্শনকাল পর্যন্ত যথাক্রমে ৪৪৯.০১ কিঃমিঃ সড়ক এবং ১৩০৫.৫১ মিটার সেতু/কালভার্ট

পুনর্বাসন/মেরামত সম্পন্ন/চলমান হতে দেখা যায়। অর্থাৎ প্রকল্পটির আওতায় সংস্থানকৃত দৈর্ঘ্য হতে যথাক্রমে ৩৯.০৬ কিঃমিঃ সড়ক ও ২৩.৪৭ মিটার সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসন/মেরামত/নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রেখেই প্রকল্পটি জুন, ২০১৫-এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

- প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে গ্রামীণ সড়ক পুনর্বাসন/মেরামতের সংস্থান ছিল ৫৩৫.৩২ কিঃমিঃ এবং গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কার্লভাট পুনবার্সন/মেরামতের সংস্থান ছিল ২৩১০.৬৮ মিটার, যা ১ম সংশোধনের মাধ্যমে কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ৪৮৮.০৭ কিঃমিঃ এবং ১৩২৮.৯৮ মিটার। মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলা, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলা, বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলা ও পটুয়াখালী জেলার দুমকী উপজেলায় স্কিম নির্ধারণ করা হলেও ১ম সংশোধনকালে মূল অনুমোদিত ডিপিপি হতে সড়ক ও সেতু/কালভার্টের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়, যাতে করে প্রতীয়মান হয় প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে নির্ধারিত স্কিমসমূহ বিস্তারিত সমীক্ষার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় নাই (অনুঃ ৮.১)।
- প্রকল্পটির মূল অুনমোদিত ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৫৬৬.৪১, ৯০৪৭.৫৩ ও ৪৪১০.৯৯ লক্ষ টাকার বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে মাত্র ০.০০, ২২০০.০০ ও ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বিপরীতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান, অবমুক্তি ও ব্যয় অন্যান্য সাধারণ প্রকল্পের আদলে করা হয়েছে। এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকল্প হতে অগ্রাধিকার তালিকা রাখা প্রয়োজন ছিল, যা স্থানীয় সরকার বিভাগ কিংবা এলজিইডি কর্তৃক করা হয়নি (অনুঃ ৮.২)।
- প্রকল্পটিতে ২৫ মিঃমিঃ কার্পেটিং ও ৭মিঃমিঃ সীলকোটের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংস্থান ছিল, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্থানকৃত সড়কের যে সকল চেইনেজে আইলায় বেশীমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেসকল চেইনেজে বক্স কাটিং করে ISG, Sub-Base, WBM এর কাজ করার পর কার্পেটিং ও সীলকোটের কাজ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন ও মেরামতকৃত সড়কসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সড়কের বিভিন্ন স্তরের পুরুত্ব সঠিক পাওয়া যায়।
- প্রকল্পটির আওতায় নির্মিত/পুনর্বাসনকৃত কিছু কিছু সড়ক ও সেতু এ্যাপ্রোচে অস্বাভাবিক বাঁক পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আয়রন সেতুসমূহ মাত্র ১০ ফুট প্রশস্তে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে এসকল সড়ক/সেতুর উপর দিয়ে যান চলাচল করা বেশ ঝুঁকিপূর্ন মনে হয়েছে (অনুঃ ৮.১৫) ।
- সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার **"রমজাননগর ইউপি(মানিকখালি)-রমজাননগর খেয়াঘাট-পরানপুর হাট সড়ক"** ও খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার **"হেড কোয়ার্টার হতে হাতিখালি জিসি-গিলানবাড়ী জিসি** সড়কের কার্পেটিং ও সীলকোটের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। খুলনা জেলার ডমুরিয়া উপজেলায় নির্মানাধীন **কয়রা-সালুয়া বাজার ওয়াপদা সড়ক, গিলারডাঙ্গা আরএইচডি-লতা খামারবাড়ী সড়ক** ও পটুয়াখালী সদর উপজেলায় **"পটুয়াখালী সদর হতে মুরাদিয়া গ্রোথ সেন্টার ভায়া শ্রিরামপুর বাজার (সদর অংশ) পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কাজে বিদ্যমান এইচবিবি সড়কের ইটসহ** নিম্নমানের ইট ব্যবহার করতে দেখা যায়। পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত একটি আরসিসি বক্স কালভার্টের উইং ওয়ালে শাটারিং এ ব্যবহৃত কাঠ বের না করেই কাস্টিং করতে দেখা যায়। পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার **হুজ্জাত আলী হাট হতে তেলিখালি বাঁধ পর্যন্ত নির্মিত সড়কে** একটি কালভার্ট এ্যাপ্রোচ সড়ক দেবে যেতে এবং কার্পেটিং ও সীলকোটের স্তর উঠে যেতে দেখা যায়। পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার সমুদয় কাঠি বাজার সংলগ্ন একটি আয়রন সেতুর রেলিং-এ ফাটল দেখা যায়। ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলায় **শিবগঞ্জ জিসি-নবগ্রাম ইউপি ভায়া বউকাঠি বাজার সড়কে নির্মাণাধীন ২০ মিটার দৈর্ঘ্যের আরসিসি সেতুর** রক্ষাপ্রদ কাজের জন্য নির্মিত সিসি ব্লক ভেঙ্গে যেতে দেখা যায় এবং সেতুটির রেলিংসহ অন্যান্য কনক্রিটের কাজ নিম্নমানের প্রতীয়মান হয়েছে (অনুঃ ৮.৩)।

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কয়েকটি সেতু/কালভার্ট সমুহে এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ না করার ফলে উক্ত সেতু/কালভার্ট দিয়ে যান চলাচল ব্যহত হচ্ছে (অনুঃ ৮.৪)।
- প্রকল্পটির সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশানি উপজেলা, খুলনা জেলার ডমুরিয়া ও কয়রা উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা, ভোলা জেলার চরফ্যাশান, লালমোহন, বোরহানউদ্দিন ও সদর উপজেলাসহ পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পুনর্বাসন/মেরামত/নির্মিত বেশীরভাগ সড়কের উভয় পাশে পর্যাপ্ত সফট সোল্ডার নেই এবং সড়ক বাঁধে পর্যাপ্ত স্লোপ না রেখে ভার্টিক্যাল স্লোপে নির্মাণ করা হয়েছে। কিছু কিছু সড়ক Edge Breaking এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় (অনু ঃ ৮.১০)।
- পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ৮১ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এ কার্য সম্পাদনের তারিখ নির্ধারণপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, সেতুটির ১টি গার্ডার ও ১টি স্প্যানের ঢালাই কাজসহ এ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার **"রাজাপুর ভান্ডারিয়া সওজের প্রধান সড়কে খালেকের দোকান হতে আফসার উদ্দিন হাইস্কুল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ"** শীর্ষক স্কিমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের তারিখ ১৫/০৯/২০১৫, সড়কটিতে বক্স কাটিং করে নির্মাণ কাজ চলমান থাকতে দেখা যায়।। পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলায় **"পটুয়াখালী সদর হতে মুরাদিয়া গ্রোথ সেন্টার ভায়া শ্রিরামপুর বাজার (সদর অংশ) চেইনেজ ৩৭০০ মিটার হতে ৬১০০ মিটার পর্যন্ত"** সড়কটিতে বক্স কাটিং করে ISG, Sub-Base এর কাজ করতে দেখা যায়। আবার ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলায় **"আওড়াবুনিয়া ইউপি অফিস (আকনের হাট) পুরাতন ইউপি অফিস হতে সোলাজালিয়া ইউপি অফিস ভায়া সোনারবাংলা বাজার পর্যন্ত ২.১৮ কিঃমিঃ"** সড়কে WBM এর কাজ চলতে দেখা যায়। এসকল কাজ প্রকল্পের নির্ধারিত সমাপ্তির মেয়াদ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে আশংকা রয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান যদি জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারে, তবে আইনি জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের সাথে মাঠ পর্যায়ের সমন্বয়হীনতার কারণে এ ধরণের পরিস্থিতি হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুঃ ৮.৫, ৮.৬)।
- প্রকল্পটির আওতায় বেশীরভাগ ক্রয় কার্যক্রম ২.০ কোটি টাকার নিম্নে ছোট ছোট প্যাকেজের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজের প্রাক্কলন অনুমোদন করেছেন প্রকল্প পরিচালক এবং কার্যাদেশ অনুমোদন করেছেন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে দৈবচয়ন ভিত্তিতে মোট ৩৩টি প্যাকেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৮টি প্যাকেজ উর্ধ্বদরে, ১৩টি নিম্নদরে এবং ২টি সমদরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উর্ধ্বদরে কার্যাদেশকৃত ১৮টি প্যাকেজের মধ্যে ১১টি ৫%, ১টি ৯.৮% ও ৬টি প্রায় ১৯% উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে নিম্নদরে কার্যাদেশকৃত ১৩টি প্যাকেজের মধ্যে বেশীরভাগাই ৫% নিম্নদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নদরে কার্যাদেশকৃত প্যাকেজসমূহে যথাযথ প্রতিযোগিতা হলেও উর্ধ্বদরে কার্যাদেশকৃত প্যাকেজসমূহে দরদাতাদের মধ্যে কম প্রতিযোগিতা হয়েছে। উর্ধ্বদরে কার্যাদেশকৃত ১৮টি প্যাকেজের মধ্যে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার ৯টি, ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার ২টি, কাঠালিয়া উপজেলার ২টি ও খুলনার কয়রা উপজেলার ২টি প্যাকেজে মাত্র ১জন করে দরদাতা রেসপনসিভ ছিল (অনুঃ ৬.৪, ৮.৭)।
- খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় নিমিত সড়কটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান সড়কের চাঁদআলী বাজার পয়েন্ট হতে প্রায় ১৫০০ মিটার ক্ষতিগ্রস্ত ও সুরু এইচবিবি সড়ক গ্যাপ রেখে তারপরের চেইনেজ হতে মাঝখানে ৭৮৯ মিটার সড়ক পাকা করা হয়েছে। ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলায় আওড়াবুনিয়া ইউপি অফিস (আকনের হাট) পুরাতন ইউপি অফিস হতে সোলাজালিয়া ইউপি অফিস ভায়া সোনারবাংলা বাজার পর্যন্ত ২.১৮ কিঃমিঃ সড়কটি আরএইচডি

সাতানীবাজার প্রধান সংযোগ হতে প্রায় ৩ কিঃমিঃ দূর হতে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে প্রধান সড়ক হতে প্রায় ১.৫ কিঃমিঃ মাটির রাস্তা রয়েছে। ফলে জনগণ সড়কটি ব্যবহারে কাঙ্খিত সুবিধা পাচ্ছে না (অনুঃ ৮.৮)।

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন সড়কের পাশে পুকুর থাকার কারণে আরসিসি প্লেট প্যালাসাইডিং দিয়ে রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়েছে। এলজিইডি'র আওতাধীন উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কের পাশে এধরণের পুকুরের কারণে সড়ক রক্ষার্থে সরকারকে প্রতিবছর বড় অংকের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সড়কের পাশে এ জাতীয় অপরিকল্পিতভাবে অবকাঠামোর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক রক্ষার্থে জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তসহ প্রয়োজনীয় আইনী কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন (অনুঃ ৮.১১)।
- ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার আওড়াবুনিয়া ইউপি অফিস (আকনের হাট) পুরাতন ইউপি অফিস হতে সোলাজালিয়া ইউপি অফিস ভায়া সোনারবাংলা বাজার পর্যন্ত ২.১৮ কিঃমিঃ নির্মাণাধীন সড়কে পর্যাপ্ত ড্রেনেজ সুবিধা না থাকলেও বাজারের মধ্যে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে সড়কটি পানি জমে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে(৮.১২)।
- নির্মিত কিছু কিছু কালভার্টের এ্যাপ্রোচে উইং ওয়াল পর্যন্ত সেতু/কালভার্টের ইনার সাইটে মাটির কাজ করা হয়নি। ফলে কালভার্ট এ্যাপ্রোচসহ নির্মিত কালভার্টটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনা ঝুঁকি রয়েছে। কিছু সড়ক ও সেতু এ্যাপ্রোচে অস্বাভাবিক বাঁক পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে উক্ত সড়ক/সেতু দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে যান চলাচল করতে পারছে না এবং এসকল বাঁকে দুর্ঘটনা ঝুকি রয়েছে (অনুঃ ৮.১৩)।
- এলজিইডি'র আওতায় গৃহীত স্কীমসমূহ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিতের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে সীমিত আকারে হলেও টেস্টিং সুবিধা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে (অনুঃ ৮.১৬)।
- আর্থ-সামাজিক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ আইলা পূর্ববর্তী অবস্থা হতে ভালমানের অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং এতে করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পজিটিভ পরিবর্তন হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও সাধারণ সুপারিশসমূহ ঃ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহঃ

- ✓ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ভবিষ্যতে যে কোন প্রকল্পে স্কিম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা ও বিস্তারিত সমীক্ষার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা সমীচিন হবে (অনুঃ ৮.১, ৯.১)।
- ✓ যে কোন জরুরী প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধীকার তালিকা করে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে নির্ধারিত মেয়াদ ও ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচিন (অনুঃ ৮.২, ৯.২)।
- ✓ যে সকল স্কিমের নির্মাণ কাজের গুণগতমান যথাযথ মানসম্মত হয়নি তা খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ৮.৩, ৯.৩)।
- ✓ যে সকল সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ করা হয়নি তা দ্রুত নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য যে কোন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্যাকেজের সাথে এ্যাপ্রোচ সড়ক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (অনুঃ ৮.৪, ৯.৪)।
- ✓ চলমান নির্মাণ কাজসমূহ প্রকল্প সমাপ্তির র্নিধারিত মেয়াদ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে (অনুঃ ৮.৫, ৯.৫)।

- ✓ আইনি জটিলতা রোধে প্রকল্পের মেয়াদকালের সাথে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশের মেয়াদকালে সামঞ্জস্য থাকতে হবে (অনুঃ ৮.৬, ৯.৬)।
- ✓ বাস্তবায়িতব্য সকল প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদার নিয়োগে যথাযথ প্রতিযোগিতা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ৮.৭, ৯.৭)।
- ✓ যে সকল স্কিমের সাথে নিকটবর্তি গ্রোথ সেন্টার কিংবা প্রধান সড়কের সাথে কানেকটিভিটি বিচ্ছিন্ন রয়েছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে এসকল স্কীমের পূর্ণাঙ্গ কানেকটিভিটি নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ৮.৮, ৯.৮)।
- ✓ ডিপিপিতে সংস্থান থাকলেও অসম্পন্ন ৩৯.০৬ কিঃমিঃ সড়ক ও ২৩.৪৭ মিটার সেতু/কালভার্ট এলজিইডি কর্তৃক চলমান অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে (অনুঃ ৮.৯, ৯.৯)।
- ✓ যে সকল আরসিসি বক্স কালভার্ট এ্যাপ্রোচে মাটি ভরাট করা হয়নি সেসকল কালভার্টের উইং ওয়ালের ইনার সাইটে দ্রুত মাটি ভরাট নিশ্চিত করতে হবে (অনুঃ ৮.১৩, ৯.১০)।

সাধারণ সুপারিশ/মতামতঃ

- ✓ নির্মিত সড়কসমূহ দীর্ঘমেয়াদী টেকসই করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সফট সোল্ডার ও ডিজাইন অনুযায়ী সড়ক বাঁধের স্লোপ নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সড়ক বাঁধের ঢালে ফলজ, ঔষধি ও বনজ গাছ লাগানো যেতে পারে (অনুঃ ৮.১০, ৯.১১)।
- ✓ সড়কের পাশে পুকুর, বাড়ী-ঘর, দোকানপাট ও ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন ধরণের স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে এলজিইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী সংস্থা হতে ছাড়পত্র নেয়ার বিধান করা যেতে পারে (৮.১১, ৯.১২)।
- ✓ যে সকল সড়কের পাশে বাজার/গ্রোথ সেন্টার অবস্থিত সে সকল সড়ক নির্মাণে বাজার কমিটিকে অন্তর্ভুক্তসহ Rigid Pavement করা যেতে পারে (অনুঃ ৮.১২, ৯.১৩)।
- ✓ কমপক্ষে দুটি হালকা গাড়ী পারাপারের বিষয় বিবেচনাপূর্বক গ্রামীণ সড়কের বিভিন্ন সেকশনে যতদুর সম্ভব সড়কের প্রশস্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে (অনুঃ ৮.১৪, ৯.১৪)।
- ✓ যে সকল সেতু এবং সড়ক এ্যালাইনমেন্টে অস্বাভাবিক বাঁক রয়েছে তা পরিহারে জমি অধিগ্রহণ করে হলেও বাঁক সোজা করে সেতু/সড়ক নির্মাণ করা যেতে পারে (অনুঃ ৮.১৫, ৯.১৫)।
- ✓ বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য সড়ক ডিজাইনের (সড়কের বিভিন্ন লেয়ারের পুরুত্ব নির্ধারণ) ক্ষেত্রে ট্রাফিক ভলিউম ও ট্রাফিক লোডের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে (অনুঃ ৮.৩, ৯.১৬)।
- ✓ নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাইয়ে জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়েও টেস্টিং সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে অনুঃ ৮.১৬, ৯.১৭)।
- ✓ বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য সকল প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে। নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিতের লক্ষ্যে নির্মাণ সাইটে এলজিইডি'র মনিটরিং আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে। তবে প্রকল্পটি জরুরী পুনর্বাসন প্রকৃতির হওয়া সত্বেও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান না করায় প্রকল্পটির টাইম ওভার রান হয়েছে ৮০%। অন্যদিকে আইলা পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটির আওতায় পর্যাপ্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে স্কিম নির্ধারণ না করায় মূল অনুমোদিত ডিপিপি হতে প্রকল্পটির ১ম/সর্বশেষ সংশোধিত প্রস্তাবে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট পুনর্বাসন/মেরামত অঙ্গের কাজ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমানো হয়। ফলে প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রকল্পটি হতে কাঙ্খিত সুবিধা পেতে বিলম্ব হয়েছে। এছাড়া যে কোন প্রকল্প হতে দীর্ঘমেয়াদী সুফল পেতে নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।